দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনার নিন্দায় ঢাকায় সভা

ঘটনার সঙ্গে জড়িত মাদ্রাসার অনুমোদন বাতিল ও ডিসির অপসারণ দাবি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভায় ব্রাহ্মবাড়িয়ায় বিজয় উৎসব সমাবেশে স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদীদের হামলা ও মধ্যযুগীয় বর্বরতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। সভায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসকের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে ফতোয়াবাজদের পক্ষ নেয়ায় তার অপসারণ দাবি করা হয়।

গতকাল শনিবার সকালে ডব্লিউভিএ মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, জেলা প্রশাসনের সহায়তায় স্বাধীনতাবিরোধী চক্র মুক্তিযুদ্ধের সমাবেশে অংশগ্রহণকারী শত শত মানুষকে, মারাত্মক আহত করেছে, অসংখ্য নারীকে আঘাত করেছে, গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরসহ সমস্ত এনজিওর অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বইপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে, ঘরে ঘরে হামলা চালিয়েছে। বিজয়ের এই মাসে বাংলাদেশের মাটিতে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির এই তাণ্ডব একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের এ দেশীয় দোসরদের সৃষ্ট নারকীয় পরিস্থিতির সঙ্গেই কেবল তুলনীয়। জেলা প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা থেকে মৌলবাদীদের এই তৎপরতায় মদদ যুগিয়েছে। জেলা প্রশাসক প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী মৌলবাদীদের সমর্থনে সাফাই গেয়েছেন এবং শান্তিপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের উৎসব আয়োজনকারী ও সাংবাদিকদের অহেতুক দোষারোপ করার মধ্য দিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান নিয়েছেন।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে ঘটনার ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন মামলা দায়ের বা কাউকে গ্রেফতার না করা এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের দেয়া এজাহার থানায় গ্রহণ না করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে সমাবেশে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং নারী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত মাদ্রাসাসমূহের

দাবি ঃ পৃঃ ৭ কঃ ২

দাবি ঃ ডিসির অপসারণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারি অনুদান বন্ধ ও অনুমোদন বাতিল করার দাবি জানানো হয়।

সভায় আগামী স্বাধীনতা দিবসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ব্যাপক উৎসব ও সমাবেশ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভায় বিচারপতি কে, এম সোবহান, কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক খান সারোয়ার মুরশিদ, আলী আকসাদ, অজয় রায়, অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, কবি সৈয়দ শামসুল হক, নারী নেত্রী রোকেয়া রহমান কবীর, নূরজাহান মুরশিদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটির সৈয়দ হাসান ইমাম ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান আইভি রহমান, এডাবের সভাপতি ডঃ কাজী ফারুক আহম্মদ, সহ-সভাপতি আরমা গুণ ও পরিচালক শামসুল হুদা, বিএফইউজের সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী, আওয়ামী লীগ নেতা মোনায়েম সরকার, নারীনেত্রী রোকেয়া কবীর, মহিলা পরিষদের ডাঃ মালেকা বানু, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আফরোজা বানু, অক্সফ্যামের তাহেরা ইয়াসমিন হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জারিনা রহমান খান, স্যাপ-বাংলাদেশের সৈয়দ নুরুল আলম, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির শামীম আকতার, মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের আবীর আহাদ, বিবিএএস'র ডঃ আতিক রহমান, এএলআরডি'র মিজানুর রহমান চৌধুরী, আরবানের মোহাম্মদ কামালউদ্দিন, বাংলাদেশে চর্চা কেন্দ্রের ডঃ সুকুমার বিশ্বাস, এডাবের মিনার মনসুর, বিজ্ঞান চেতনা পরিষদের ফ. র. আল-সিদ্দিক, অধ্যাপক আ. ব. ম. ফারুক , তৃণমূল জনসংগঠনের আবদুল খালেক, ফাতেমা আকতার ও হাসি, মওলানা মোঃ সাদেক, ব্লাস্ট-এর আবদুল মান্নান খান, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক জয়দুল হোসেন, বিএফইএস'র রেজা সেলিমসহ বিভিন্ন সংগঠনের শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।